ইমরে নাগী

হাঙ্গেরি সরকার কর্তৃক ইমরে নাগীর বিচার ও ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট বলে পরিচিত মহলে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বলাবাহুল্য, আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিটি সেদিন এই বিভ্রান্তিতে হাবুডুবু খেয়েছে। একদিকে আদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রভাব এবং অপরদিকে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব থেকেই যে মূলত এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি — একথাই কমরেড ঘোষ এই প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন।

হাঙ্গেরি সরকার কর্তৃক ইমরে নাগীর বিচার ও ফাঁসি দেওয়ার খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি একযোগে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। 'মানবতা' ও 'পপুলার ডেমোক্রেসি'র মামুলি বুলির আড়ালে এই যে অভিযান প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলি শুরু করেছে এর পেছনে দুটি অভিসন্ধি কাজ করছে। একদিকে বিশ্বের লোকচক্ষে কমিউনিজমের মতাদর্শ ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপর দিকে এই সুযোগে পুনরায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির (বিশেষ করে হাঙ্গেরির) ঝিমিয়ে পড়া প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে এই সব দেশের শ্রমিক রাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। 'মানবতা, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা'র ধ্বজাধারী এইসব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তিগুলির কুকীর্তির ইতিহাস আজ আর কোন মানুষের অজানা নেই। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের উপর এদের বর্বরোচিত সামরিক আক্রমণ ও যে কোন অজুহাতে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নগ্ন হস্তক্ষেপের ইতিহাস কোন মানুষেরই অজ্ঞাত নয়। এই সেদিন, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটি পীঠস্থান খোদ ফরাসি দেশে হিটলারি কায়দায় যেভাবে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের গলা টিপে মেরে জেনারেল দ্য গল 'ডিক্টেটরি' ক্ষমতায় আসীন হলেন, তাতে এদের মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শ বিপন্ন তো হয়ইনি — উপরন্তু এরা সবাই এই ঘৃণ্য ঘটনাকে প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছে।

কাজেই শ্রমিকরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের নেতা, সমাজতন্ত্রের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক ইমরে নাগীর বিচার ও ফাঁসির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরা যত চিৎকারই করুক না কেন — এদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা কারও পক্ষেই কঠিন নয় এবং এর দ্বারা কোন সৎ ব্যক্তি বিভ্রান্ত হবেন না বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বের সোস্যালিস্টরা ও আমাদের দেশের প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি এবং এদের দেখাদেখি আরও অনেক ছোটখাট তথাকথিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও এই 'কোরাসে' সুর মিলিয়েছে। প্রবল উৎসাহের সাথে এরা এই সুযোগে বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে। মানবতাবাদ ও গণতন্ত্রের বড় বড় কথা আওড়ে এরা দেশের জনসাধারণকে বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের মিত্রদের বিভ্রান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। ইমরে নাগীর বিচার গণতন্ত্র ও মানবতার আদর্শসম্মত হয়েছে কি হয়নি — এই আলোচনা করার আগে প্রজা সোস্যালিস্ট দলের সভ্য ও সাধারণ কর্মীদের কাছে দু'একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথমত, সোস্যালিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত ফরাসি সোস্যালিস্টরা সরকারি ক্ষমতায় থাকাকালীন আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ওপর যখন ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বর্বরোচিত আক্রমণ পুরোদমে চলছিল এবং স্বাধীনতাকামী হাজার হাজার নিরস্ত্র জনসাধারণকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন আপনাদের দলের মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আদর্শ কোথায় ছিল? জনগণকে সামরিক শক্তির ভয় দেখিয়ে জেনারেল দ্য গল যেভাবে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে ডিক্টেটরি ক্ষমতা প্রাপ্ত হল এবং ফরাসি দেশের সোস্যালিস্টরা যেভাবে নির্লজ্জের মতো তাকে সমর্থন জানালো, সে সম্বন্ধে আপনাদের কোনরূপ উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি কেন? নাগীর নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলরা উন্মত্ত হিংসায় যখন হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্টদের, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করছিল তখন মানবতা ও গণতন্ত্রের তথাকথিত পূজারী আপনাদের দলের নেতাদের কণ্ঠ নীরব ছিল কেন? এ কীধরনের সততা? দল ও নেতাদের কাজে ও কথায় এই প্রকট অসঙ্গতির কারণ সম্বন্ধে আপনাদের ধীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। দ্বিতীয়ত, যেকোন ভাবধারা ও কার্যকলাপের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন জড়ো করতে পারলেই তা পবিত্র ও সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে কি? যেমন হিটলারের জঘন্য নাৎসিবাদ, আমাদের দেশে মুসলিম লীগের

নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং এই প্রকারের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ও আন্দোলন সাময়িকভাবে হলেও জনসাধারণের সমর্থন জড়ো করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু বিপুল সংখ্যায় জনসাধারণের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কি দুনিয়ায় কোন সৎ ও প্রগতিশীল ব্যক্তি এইসব প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা ও আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন? কাজেই দেখা যাচ্ছে, নিছক জনসমর্থনই কোন ভাবধারা ও আন্দোলনের চরিত্র বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে বিপ্লবের দ্বারা উচ্ছেদ করে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হাঙ্গেরিতে কায়েম হয়েছে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা যাই থাক না কেন, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে হাঙ্গেরিতে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা চালু করার নামে পুঁজিবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রতিবিপ্লব শুরু হয়েছিল, নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে তাকে কোন্ যুক্তিতে সমর্থন করা চলে? মানবতাবাদ ও গণতন্ত্রের যে চ্যাম্পিয়ানরা শুধুমাত্র জনসমর্থনের নজির দেখিয়ে এই সমস্ত প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপকে সমর্থন করে, তাদের আসল চরিত্র ও মতলব বোঝা কি এতই কঠিন? ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন যে, সোস্যাল ডেমোক্রেসিই হচ্ছে জঘন্য ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা। আর আজ সেই সোস্যাল ডেমোক্রেসিই তথাকথিত 'স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক' পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সাম্যবাদ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ব্যাপারে পুঁজিপতিদের হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী মতাদর্শগত হাতিয়ার। আমাদের দেশের প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ও ছোট ছোট কিছু কিছু বামপন্থী দল এই ধিক্কৃত সোস্যাল ডেমোক্রেসির ঝান্ডা উড়িয়ে মানবতা ও গণতন্ত্রের বড়াই করছে। এইসব দলগুলির এই সমস্ত প্রচার অভিযানের দ্বারা কোনও সৎ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষই বিভ্রান্ত হবেন না বলে আমরা আশা রাখি।

পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের এইসব প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে বহু সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এমনকী আমাদের দেশে সাম্যবাদী বলে নিজেদের পরিচয় দেয় এমন সব ছোট বড় দু'একটি পার্টির অভ্যন্তরেও কিছু কিছু সংশয় রয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

প্রথমত, মনে রাখা দরকার যে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাবধারার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারলে কারও পক্ষেই, তা তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিন আর নাই দিন, এই ঘটনা সম্পর্কে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রভাব, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ভ্রান্ত ধারণা এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা এবং তার বিচার পদ্ধতির প্রতি অহেতুক মোহই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূল কারণ। বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও সাম্যবাদী আদর্শ একে অন্যের পরিপূরক তো নয়ই বরং একে অপরের পরিপন্থী। তাই আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সাথে সাম্যবাদী ভাবাদর্শের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। অথচ, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদেরও বুর্জোয়া মানবতাবাদের শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের সাথে কমিউনিস্ট মতবাদের ডায়নামিক (গতিশীল) ন্যায়নীতি ও মুল্যবোধকে গুলিয়ে ফেলতে প্রায়শই দেখা যায়। মানুষের চিন্তা ও ভাবনা-ধারণার বিকাশের এক বিশেষ স্তরে, মানবসমাজের এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শের জন্ম হয়েছিল। তাই সামন্ততন্ত্র ও শাশ্বতবাদের যুগে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদ যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে দেশে দেশে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে সেই বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শই শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে অত্যন্ত শক্তিশালী আদর্শগত অস্ত্র হিসাবে কাজ করছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সাম্যবাদী মতাদর্শ এবং তার রণনীতি ও রণকৌশল ছাড়া কোন দেশেই সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তার মধ্য দিয়ে সমাজের অবাধ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে জনসাধারণ মুক্তি অর্জন করেছে সেরকম প্রতিটি দেশেই আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা, ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধ ও তথাকথিত শ্রেণী নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ভাবধারার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছে।

কাজেই পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণব্যবস্থার স্বার্থের পরিপূরক হিসাবেই যে মতবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে আছে সেই বুর্জোয়া মানবতাবাদের বিচারের মানদণ্ড দিয়ে কমিউনিস্টদের ন্যায়-নীতি ও কার্যকলাপ বিচার করতে গেলে ভুল করা অবশ্যম্ভাবী। এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ যা মৌলিকভাবেই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী, চিন্তাগত ক্ষেত্রে তার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবই কমিউনিস্ট আন্দোলনে সর্বপ্রকার শোধনবাদ ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতির মূল কারণ। কমিউনিস্টরা যে মানবতার কথা বলে তা বুর্জোয়া মানবতা থেকে গুণগতভাবেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে মতবাদ, আদর্শ অথবা আন্দোলন সমাজকে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত করে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তা অপর যেকোন মতবাদ বা রাষ্ট্র বিরোধীই হোক না কেন এবং তার লড়াইয়ের রূপ সহিংস বা অহিংস যাই হোক না কেন, আমাদের মতে তা ন্যায়বিচার ও মানবতার আদর্শসম্মত। এই মানবতার পক্ষেই কমিউনিস্টরা দাঁড়ায়। অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি, গণতন্ত্র, অহিংসা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ — যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এরকম যেকোন মতবাদ, আদর্শ বা আন্দোলন যদি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এবং সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে তাকেই আমরা জনস্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার আদর্শবিরোধী বলে মনে করি। আজকের দুনিয়া যেখানে দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যার একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও অপরদিকে সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী ; এবং বিশ্বসমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপায়ণ যেখানে মূলত এই পরস্পরবিরোধী শিবিরের মূল দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সফলতার ওপর নির্ভর করছে, সেখানে যেকোন সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত শুধুমাত্র সেই দেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই নয়, তা দুনিয়ার মেহনতী জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা — যা মানবতার শত্রুদেরই কাজ। উপরোক্ত এই সমস্ত কারণে রোজেনবার্গ দম্পতির হত্যা আমাদের মতে মানবতাবিরোধী হলেও নাগীকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মানবতা ও ন্যায় বিচারের নীতি লঙঘন করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি দেশগুলিতে যে বিচার পদ্ধতি চালু রয়েছে তাকে ন্যায়-বিচারের সঠিক পদ্ধতি বলে কোন সত্যিকারের কমিউনিস্টই মনে করতে পারে না। কারণ, মার্কসবাদী বা কমিউনিস্টদের একথা অজানা নয় যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এহেন 'পপুলার ডেমোক্রেসি'র বিচারপদ্ধতি আসলে সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি ন্যায় বিচারের নামে শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষিত করারই এক ধরনের হাতিয়ার বিশেষ, যা ছোটখাট দু'একটি ব্যাপারে জনসাধারণের সপক্ষে গেলেও মৌলিক শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্ন যখন যুক্ত হয়ে যায়, তখন তা জনসাধারণের পক্ষে বিচারের প্রহসন ছাড়া কিছুই হয় না। এহেন 'পপুলার ডেমোক্রেটিক' পদ্ধতিতে বিচার হয়নি বলেই ইমরে নাগী ও তার দলবলের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নীতিকে লঙঘন করা হয়েছে — একথা কোন সত্যিকারের কমিউনিস্টই মেনে নিতে পারে না।কাজেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিচার পদ্ধতিতে বিচারানুষ্ঠান হয়েছে কি হয়নি — এখানে এ প্রশ্ন বড় নয়। সবচেয়ে জরুরি কথা হচ্ছে, ইমরে নাগী ও তার দলবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উচ্ছেদকল্পে হাঙ্গেরির প্রতিবিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কি না, এবং তাদের এই কার্যকলাপ জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতাবিরোধী কি না ? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন এবং লড়াইকে যদি কেউ মানবতার আদর্শসম্মত মনে করেন তো তাদের কথা আলাদা। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি অহেতুক গাত্রজ্বালা না থাকলে জনস্বার্থের প্রতি দরদী ও প্রগতিশীল যেকোন মানুষের কাছেই এ ধরনের কার্যকলাপ জনস্বার্থের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতাবাদের হত্যা বলেই প্রতীয়মান হবে। মানুষের সমাজে মৃত্যুদন্ডযদি দেওয়া চলে তবে একথা মানতেই হবে যে, এই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদেরই সর্বাগ্রে তা প্রাপ্য। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকলে এবং ঐ সব দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকলে, নাগীকে ফাঁসি দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে নীতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করতে কারোরই অসুবিধা হত না।

সর্বশেষে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে ও বিশেষ করে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মীদের কাছে আমাদের বক্তব্য এই যে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর থেকে সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তাগত ও সংগঠনগত ক্ষেত্রে শোধনবাদ, সংস্কারবাদ ও গণতন্ত্রীকরণের নামে কার্যত

বিকেন্দ্রীকরণের যে ঝোঁক অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই-ই বর্তমান আদর্শগত বিভ্রান্তির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তীব্র শ্রেণী সংঘর্ষের এই মুহূর্তে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি, সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা একনায়কত্ব, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে মনোলিথিক পার্টি সংগঠন প্রভৃতি মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিগুলির উপর জোর দেওয়া সবচেয়ে জরুরি ছিল বলে আমরা মনে করি। অথচ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার পরিবর্তে শুধুমাত্র জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরই একতরফা জোর দেওয়া হয়েছে। তদুপরি, 'বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন রাস্তা' — এই স্লোগানের আড়ালে গণতন্ত্রের শ্রেণীচরিত্রের বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে, 'গণতন্ত্র' ও 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' সম্বন্ধে সাধারণভাবে কথা বলে রাষ্ট্রযন্ত্র ও গণতন্ত্রের শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদের মূল তত্ত্বগত ব্যাখ্যাকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। যার দ্বারা গণতন্ত্র সম্পর্কে শ্রেণীনিরপেক্ষ ভ্রান্ত ধারণা গড়তে ও বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে অহেতুক মোহ সৃষ্টি করতেই সাহায্য করা হয়েছে।

আমাদের দেশে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, সি পি আই-এর কেরালা স্টেট ইউনিট তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে ইমরে নাগীকে ফাঁসি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে খোলাখুলি দাবি জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট বন্ধুরা অনেকেই এমনকী কমিউনিস্ট আচরণবিধি গ্রাহ্য করা প্রয়োজন মনে করেননি। তাই আজ নাগীর ফাঁসির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আদর্শগত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, তার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যকে ধীরভাবে ভেবে দেখতে সমস্ত কমিউনিস্ট বন্ধুদের অনুরোধ করছি।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১২ জুলাই, ১৯৫৮ 'গণদাবী'তে